ধোয়া তুলসীপাতার গন্ধ, আহা!

মধুময় পাল

দেশভিখারির বাচ্চা তো, সর্দি লেগেই থাকে। একটু বৃষ্টি হয়েছে কি, একটু ঠাণ্ডা পড়েছে কি, বুকের ভেতর ঘড়ঘড়। বাপের এমন পয়সা নেই যে ডাক্তারের কাছে যাবে, ওষুধ কিনবে। দু বেলা খাবারই জোটে না। বিনে পয়সার ডাক্তারখানা একখানা আছে বটে সরকারি, তাতে লম্বা লাইন, আর ওষুধ মেলে না, যদি মেলে সে ওষুধে কাজ হয় না। অগত্যা মা, যার চাল নেই চুলো নেই ছাদ নেই দেওয়াল নেই দেশ নেই স্বজন নেই, ছিল, দেশভাগে সব গেছে, বাচ্চার বুকে ঘড়ঘড় বেশি হলে, কেশে কেশে নেতিয়ে পড়লে, নিজের কোলের গরমে জড়িয়ে নেন, বুকে-পিঠে রসুন তেল মাখিয়ে ফেলে রাখেন নীল আকাশের নীচে পৃথিবীর প্রস্ফুটিত রোদে, আর এদিক ওদিক থেকে তুলসীপাতা বাসকপাতা একটু তালমিছরি জোগাড় করে বেটে রস খাওয়ান, কখনও ফুটিয়ে জল, কখনও শুধু তুলসীপাতা থেতো করে।

হয়তো সারে, হয়তো সারে না। দেশভিখারির বাচ্চা মরে না। সে চিনে নেয় তুলসীপাতার স্বাদ, বাসকপাতার স্বাদ।

তুলসীপাতার স্বাদ সে ফিরেফিরে পায় পলিটিশিয়ানদের কথাবার্তায়। সেয়ানা লোকগুলো প্রায় সব অপকর্মে জড়িত হয়েও কী দারুণ পবিত্র থেকে যায়! এটা তাদের পেশাগত দক্ষতা। সাবেক এক পুলিশ আধিকারিকের লেখা থেকেও পাওয়া গেল ধোয়া তুলসীপাতার স্বাদ, আহা! লেখাটি বেরিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায়, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রবিবার। লেখক নিরুপম সোম। শিরোনাম 'আমি তখন এসপি'। অনেক কাল আগে সাবেক হয়ে গেলেও নিজের কাজের জায়গা সম্পর্কে 'পবিত্রতা' ছড়ানোর দায় হয়তো থেকে যায়। পেশার প্রতি নিষ্ঠা!

২.

মাননীয় নিরুপম সোম জানিয়েছেন, তিনি হাওড়া জেলায় এসপি-র দায়িত্ব নেন ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি, আর ১৯৭০ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নকশাল আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে সেই জেলায়। কোন সময় পর্যন্ত তিনি হাওড়া পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে, মাননীয় লেখক তাঁর সময়কার কয়েকটি ঘটনা বলে নকশালদের নির্বিচার নিষ্ঠুর খুনের নমুনা পেশ করেছেন এবং নিহত নিরীহ মানুষগুলোর জন্য বেদনা বোধ করেছেন। লেখাটির ব্লার্ব-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'গল্পে সিনেমায় দেখানো হয়, পুলিশ নকশালদের নির্বিচারে খুন করছে। নকশালরা যে নিরীহ মানুষগুলোকে নির্বিচার নিষ্ঠুর খুন করেছিল, তা নিয়ে কেন কারও হেলদোল নেই?'

ঠিক কথা, 'পারশিয়াল্টি' ভালো নয়!

মাননীয় নিরুপম সোম বলেছেন, 'এ আন্দোলন [নকশালপন্থী আন্দোলন] নিয়ে সমর সেনের মতো পণ্ডিত লোকেরা অনেক কিছু লিখেছেন।' ইঙ্গিতটা এরকম, সমর সেনের মতো 'পণ্ডিত লোক'ও 'পারশিয়াল্টি' করেছেন।

এটা ঘটনা, সমর সেন নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের পক্ষে। তাঁর সম্পাদিত 'ফ্রন্টিয়ার'-এর লেখক-সাংবাদিকরাও। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশজোড়া নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা। খবরের কাগজ বাণিজ্যিক স্বার্থে যা ছাপতে পারে না, সেই লড়াইয়ের খবর নিয়মিত ছেপেছে 'ফ্রন্টিয়ার'। ব্যাপারটা হয়তো নিরুপমবাবুর পছন্দসই নয়। কোনো পুলিশ আধিকারিকেরই পছন্দসই হওয়ার কথা নয়। তাই হয়তো 'পণ্ডিত লোক' বলে নম্র বিদ্রুপে রোষ প্রকাশ করা।

পশ্চিমবঙ্গ তখন বধ্যভূমি। রাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে দাঁতনখ বের করে। বিপ্লবে বিশ্বাসী যুবকেরা খুন হচ্ছে জেলে, লকআপে, খুন হচ্ছে ভুয়ো সংঘর্ষে, কখনও লাশের স্তূপ হয়ে ভেসে উঠছে বারাসাতে, ডায়মন্ডহারবারে, কখনও নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে দেওয়ার অছিলায় পুলিশের গাড়ি থেকে নামিয়ে গুলি করে লাশ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, লাশ পড়ে থাকছে প্রকাশ্য পথে দীর্ঘ দীর্ঘ সময়। কংগ্রেস-সিপিআই-সিপিএমের লুম্পেনদের এই হত্যালীলায় কাজে লাগিয়েছে পুলিশ— খোচর ও খুনির ভূমিকা দিয়ে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'প্রত্যহ শুনি বেতারে বারতা/ বন্দুকধারী হয়েছে দেবতা;/ কিন্তু অবাক, দেখি কলকাতা/ রক্তের নদী ক'রে জল্লাদ/ হো হো ক'রে হাসে।/ — এ বধ্যভূমি কাদের করুণা কার আহ্লাদ?' শুধু কলকাতা নয়, রক্তের নদী বাংলা জুড়ে। রক্ত ঝরছে বিপ্লবী যুবকদের। নকশালপন্থী দমনে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসনের হিংস্রতা ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটা বাস্তব, এটা সত্য, এটা ইতিহাস। সব তথ্য শত চেষ্টা করেও লোপাট করা যায়নি। বামপন্থী বলে স্বঘোষিত কিছু দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সত্তরের পুলিশি সন্ত্রাস নিয়ে তদন্ত হবে, দোষী পুলিশদের শাস্তি হবে। ক্ষমতায় এসে বেমালুম ব্যাপারটা চেপে গেল সেই 'বাম'রা। সত্তরের অত্যাচারী পুলিশরা প্রোমোশন পেল। শুধু ভোট এলে 'সত্তর দশক' ভাসিয়ে দেওয়া হত, তারপর চুপ। বোধহয় একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল সত্তরের শাসকদের সঙ্গে 'বাম' শাসকদের। না হলে এ ছবি দেখতে হবে কেন, সিপিএম যাঁকে 'জল্লাদ' বলে, সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জন্মদিনে তাঁর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির সামনে ব্রান্ডেড বুশ শার্ট পরে 'পার করো আমারে' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন 'মার্কসবাদী' সূর্যকান্ত মিশ্র? (দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার ২১ অক্টোবর ২০১৪) সিপিএমের একটা স্লোগান ছিল, 'পুলিশ তুমি যতই মারো/ মাইনে তোমার একশোবারো।' সরকারে এসে সিপিএম মাইনে অনেকটা বাড়িয়ে পুলিশকে প্রভুভক্ত বানিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ বড়ো অকৃতজ্ঞ, সে ভীষণ অন্যায় করে যখন সে আমার পুলিশ নয়! ভক্ত বানানোর কায়দার খেসারত এখন সিপিএম দিচ্ছে।

মাননীয় নিরুপম সোম কলকাতা পুলিশে বড়ো হয়েছেন। কমিশনার হয়েছেন। রাজ্য পুলিশের প্রধান হয়েছেন। তাঁর তো সেই জল্লাদের দিনগুলি রাতগুলি ভুলে যাওয়ার কথা নয়? কাশীপুর-বরানগরের বিস্তীর্ণ এলাকা পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখে কয়েকশো যুবককে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনা (১২-১৩ আগস্ট ১৯৭১) ভুলে যাওয়ার কথা নয়? তিনি 'নকশালদের নির্বিচার নিষ্ঠুর' খুনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। অস্বীকার করা যায় না যে, এরকম ঘটনা কিছু ঘটেছিল। দুর্বল পার্টিনেতৃত্ব, কং-'বাম' লুম্পেনদের অনুপ্রবেশ এবং পুলিশের গোপন খেলায় এরকম ঘটনা কিছু ঘটেছিল, যা ঘটা উচিত ছিল না। কিন্তু সেটা কিছু-ই, বেশিকিছু নয়। নকশালপন্থীরা যদি 'নির্বিচার নিষ্ঠুর' খুন করে থাকে ১, পুলিশ করেছে ১০০। নকশালপন্থীরা ১০টা মারলে, পুলিশ মেরেছে ১০০০। অনুপাতটা এরকম। সাড়ে তিন দশকের 'বাম' শাসনে সত্তর দশকের বহু ফাইল ভ্যানিশ করে দেওয়ার পরও এই অনুপাতটা প্রমাণ করে দেওয়া যাবে।

মাননীয় নিরুপম সোম বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। হঠাৎ তিনি সত্তরের পুলিশের খুনখারাবির সাফাই দিতে গেলেন কেন, বোধগম্য হল না। 'বাম' সরকারের শেষদিকের এক ডিজি সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো বছরে এককোটি টাকা বিমার প্রিমিয়াম দেন। ময়ূরভঞ্জে তাঁর বিশাল সম্পত্তি আছে। এই মন্তব্য হাসির খোরাক হয়েছিল। তবু, মেনে নেওয়া যায়, সেই ডিজি মহোদয়ের বাধ্যবাধকতা ছিল, অসত্য বলতে বাধ্য ছিলেন চাকরির শর্তে। কিন্তু নিরুপম সেন কেন বাধ্যতে? তিনি তো এখন ফ্রি বার্ড।

দেশভিখারির বাচ্চাটা এখন বুড়ো হয়েছে। শ্লেষ্মার ধাতটা যায়নি। ভোলেনি তুলসীপাতার গন্ধ, স্বাদ। নিরাময় হয়তো হয়, হয়তো হয় না। ধোয়া তুলসীপাতার গন্ধে জল্লাদের দিনগুলি রাতগুলি মনে পড়ে।

৩.

নকশালপন্থী দমনে বাংলার পুলিশ ও প্রশাসন তরুণসমাজকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। বহু তরুণের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে ভয়ংকর নির্যাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। বাংলার তরুণসমাজে অপরাধের বিস্তার ঘটিয়েছে, অর্থাৎ বড়ো একটা অংশকে ক্রিমিনাল বানিয়েছে, যা আজ ঝাড়েবংশে বিশাল হয়েছে। এই তিনটি প্রক্রিয়া সুপরিকল্পিত। মাননীয় নিরুপম সোমের এসব না-জানার কথা নয়। তাঁকে একটি ঘটনা বলতে চাই। প্রখ্যাত অভিনেত্রী মায়া ঘোষের ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। 'নকশাল আন্দোলন দমনের অছিলায় পাড়ায়-পাড়ায় তরতাজা ছেলেগুলোকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মায়ার ছোটোভাইকেও নিয়ে গেল। ফিরল যখন, সে-ছেলের না আছে মুখে কোনো কথা, না কোনো ভাষা তার চোখে। মায়া অনেক বুঝিয়েছেন, সংসারের সব দায়িত্ব মায়ার উপরে, ভাই পাশে না দাঁড়ালে চলবে কী করে। খুব কোনো লাভ হয়নি দিদির এ-সব কথায়। ২০০৬ সালে অকালমৃত্যু পর্যন্ত মানুষটা প্রায় ভাষাহীন, নীরব হয়েই ছিলেন।'

এরকম কত তরুণ-তরুণীকে ভাষাহীন, নীরব করে দিয়েছে বাংলার পুলিশ। সেই দানবসম্ভব অত্যাচার নিয়ে গল্প, উপন্যাস, সিনেমা হল কই?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমরা পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী; আমাদের কোনো বিবেক বা পাপবোধ নাই। যুদ্ধ আমরা দর্শন করি অনেক দূর হইতে, আর অন্যায়ের সহিত সহবাস আমাদের রক্তের মধ্যে।